মেহেরপুরে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সম্পাদকসহ গ্রেফতার ৫

গত ২৪ ঘন্টার অপারেশন ডেভিল হান্টে গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তৌহিদ মূর্শেদ অতুলসহ মেহেরপুর জেলায় ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

এদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার হয়েছেন সাহারবাটি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক প্যানেল চেয়ারম্যান তৌহিদ মূর্শেদ অতুল, সদর উপজেলার শিংহাটি গ্রামের আওয়ামী লীগের সভাপতি মানারুল ইসলাম রয়েছেন।

গতকাল সোমবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে ও আজ মঙ্গলবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) ভোররাত পর্যন্ত জেলা পুলিশের পৃথক দল পৃথকভাবে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেফতার করেন।

এছাড়া সদর থানা পুলিশ ৩ ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে এক আসামি গ্রেফতার হয়েছেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দিন ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার মাকসুদা আক্তার খানম পিপিএম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মঙ্গলবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১ টার দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতে নেয়া হবে বলে জানান এসপি।

মেহেরপুরে আওয়ামী লীগের তিন নেতা গ্রেফতার

অপারেশন ডেভিল হান্টে মুজিবনগর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান (৬০), গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও আড়পাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুর রউফ স্বপন মাস্টারসহ তিন আওয়ামী লীগের নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে আব্দুর রউফ স্বপন মাস্টারকে ও আব্দুল মান্নানকে তাদের নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে পুলিশের পৃথক টিম।

গ্রেফতারকৃত আব্দুল মান্নান মুজিবনগর উপজেলার গোপালনগর গ্রামের এলাহী বকসের ছেলে ও কাজিপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুর রউফ স্বপন কাজিপুর গ্রামের হালশানা পাড়ার গিয়াস উদ্দীন মেম্বরের ছেলে ও আড়পাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। অপর আটককৃত হলেন, গাংনী পৌর আওয়ামী লীগের ২ নং ওয়ার্ড শিশিরপাড়া গ্রাম আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল ও মুজিনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ওসি বানী ইসরাইল ও মিজানুর রহমান জানান, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস দমণ আইনে পৃথক মামলা রয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকালের দিকে তাদের আদালতে নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে আওয়ামী লীগের ৭ নেতাকর্মী গ্রেফতার

চলতি অপারেশন ডেভিল হান্টে গত ২৪ ঘন্টায় মেহেরপুরে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও তাঁতী লীগের ৭ জন নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে আইনশৃংখলা

রক্ষাকারী বাহিনী।

এদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে ৩ জন, গাংনী থানা পুলিশ ২ জন ও মুজিবনগর থানা পুলিশ ২ জনকে গ্রেফতার করেছেন।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার মকসুদা খানম পিপিএম জানান, গ্রেফতারকৃতদের নামে সন্ত্রাস বিরোধী আইনে সদর, গাংনী ও মুজিবনগর থানায় মামলা রয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের আজ আদালতে নেওয়া হবে।

দামুড়হুদায় একই পরিবারের দুইজন আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেফতার

দামুড়হুদায় ডেভিল হান্ট অভিযানে একই পরিবারের দুইজন আওয়ামীলীগ কর্মীকে গ্রেফতার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ।

শনিবার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে বিষ্ণুপুর বাজার থেকে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলো দামুড়হুদা উপজেলার বিষ্ণুপুর গ্রামের মাস্টার পাড়ার মৃত মাদার বক্স মিয়া’র ছেলে মোঃ মহিদুল ইসলাম (৫৩) এবং মোঃ মতিয়ার রহমান (৫৮)। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি হুমায়ূন কবির।

পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, আজ দিনভর দামুড়হুদা থানা এলাকায় বর্তমান চলমান অপারেশন ডেভিল হান্ট অভিযান পরিচালনা করা হয়। এই অভিযানে দামুড়হুদা উপজেলার বিষ্ণুপুর গ্রামের একই পরিবারের মৃত মাদার বক্স মিয়া’র ছেলে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী মোঃ মহিদুল ইসলাম এবং মোঃ মতিয়ার রহমান কে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ গ্রেফতার করে। তাদের বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলা দায়ের হয়েছে।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির বলেন, ডেভিল হান্ট অভিযানে দুইজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদেরকে

গতকালই বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে অপারেশন ডেভিল হান্ট , আওয়ামী লীগ কর্মী গ্রেফতার

মেহেরপুরে যৌথবাহিনী পরিচালিত অপারেশন “ডেভিল হান্টে” বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সন্ত্রাস বিরোধী আইনে দায়ের মামলায় আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা তানসেন আলীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

তানসেন আলী মেহেরপুর শহরের ১ নং ওয়ার্ড নতুনপাড়ার মৃত সিরাজুল ইসলামের ছেলে। মেহেরপুরে কর্মরত সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে পরিচালিত যৌথবাহিনীর সদস্যরা গতরাতে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তানসেনকে গ্রেফতার করেন। মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দীন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের উপর হামলার অভিযোগে ছাত্রনেতা হাসনাত জামানের সন্ত্রাস বিরোধী আইনে দায়ের করা জিআর ২৬৩/২৪ নং মামলার এজাহার নামীয় ৯১ নং আসামি।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থী হাসনাত জামান বাদি হয়ে সন্ত্রাস দমন আইনে সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, তার স্ত্রী মোনালিসা হোসেন, ভাই সরফরাজ হোসেন মৃদুলসহ ১৬৬ জনের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন।

এই মামলায় সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনকে প্রথম দফায় ২ দিন ও পরবর্তিতে দ্বিতীয় দফায় ৫ দিনের রিমান্ডে রয়েছে।

মেহেরপুরে আওয়ামী লীগের ছয় আসামিসহ ৭ জন গ্রেফতার

বিএনপির নেতাকর্মীদের বাড়ি ঘরে হামলা ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগে দায়ের করা মামলার পলাতক ছয় আসামিকে ও অপর একটি মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত এক আসামিকে গ্রেফতার করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশে।

শনিবার (২৫ জানুয়ারি) ভোররাতে পুলিশের একটি বিরাট টিম পিরোজপুর গ্রাম ঘেরাও করে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেখ মেসবাহ উদ্দিন এই তথ্য নিশ্চিত করেন। গ্রেফতারকৃতরা হলেন, পিরোজপুর গ্রামের শিশুপাড়া এলাকার আব্দুল আওয়ালের ছেলে সিআর – ৮৮৬/২৪ মামলার পলাতক আসামি মোঃ মিকাইল (৩০), একই এলাকার একই মামলার অপর আসামি যথাক্রমে খোকন সর্দারের ছেলে মোঃ মেহেদী (২২), আনসার আলীর ছেলে আকিজুল ইসলাম (২২), মৃতু উকিল হোসেনের ছেলে আজাহার (৪৮), আসকর আলীর ছেলে মতিউর (৪৫), খোকন হোসেনের ছেলে সাইদুল ইসলাম (৩২) ও একই গ্রামের মৃত খোকন আলীর ছেলে সিআর ১১৭৫/২৪ নং মামলার আদালতের পরোয়ানাভূক্ত পলাতক মোহাম্মদ ইয়াছিন (৪৫)।

মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দিনের নের্তৃত্বে সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) এসআই প্রহলাদ রায়, এসআই মোঃ নাহিরুল ইসলাম, এসআই উজ্জল হোসেন, এসআই জহুরুল ইসলাম, এসআই বি এম রানা, এসআই স্বপন মন্ডল, এএসআই মোঃ মাহবুব আলম, এএসআই মোঃ মিরাজুল ইসলাম, এএসআই মোঃ শফিকুল ইসলাম, এএসআই মোঃ আশরাফুল আলম, এএসআই/মোঃ গোলাম হোসেন, এএসআই (নিঃ) মনিরুজ্জামানসহ, সংগীয় ফোর্স গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন।

ওসি সেখ মেসবাহ উদ্দিন জানান, আজ শনিবার (২৫ জানুয়ারি) বিকালে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

জানা গেছে, বিগত আগস্টের ৭ তারিখে আসামিরা পিরোজপুর গ্রামের বিএনপির ৩০ টি ঘর বাড়িতে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করে। এঘটনায় স্থানীয় বিএনপি নেতা দয়াল হোসেন বাদি হয়ে আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুস সালামকে প্রধান আসামি করে ২৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের

করেন। মামলার পর থেকেই এসব আসামিরা পলাতক ছিলেন।

স্থানীয়রা জানান, সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হেসেনের ভগ্নিপতি জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস তার শ্যালক মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ক্ষমতায় ওই এলাকার বিএনপি জামায়াতের শত শত নেতাকর্মী বাড়ি ছাড়া করেছিলেন। বিভিন্ন সময়ে মিথ্যা মামলা দিয়ে জেল জরিমানাসহ সারাবছর বাড়ি ঘরে হামলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ চালাতেন। পাঁচ আগস্ট প্রেক্ষপট পরিবর্তনের পরপরই বাবলু বিশ্বাস ও তার কাছের ক্যাডারা এলাকা ছাড়া হয়ে যান। পরে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ইপর হামলা মামলায় গ্রেফতার হন বাবলু বিশ্বাস, তার তার স্ত্রী জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য শামীম আরা হিরা, শ্যালক সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন গ্রেফতার হন। শামীম আরা হিরা জামিনে মুক্ত হলেও বর্তমানে বাবলু বিশ্বাস ও মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এখনো জেলে রয়েছেন।

আলমডাঙ্গায় আওয়ামীলীগের ৬ নেতাকর্মী গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা উপজেলার খাদেমপুর ইউনিয়ন বিএনপির পদযাত্রায় হামলার মামলায় ইউনিয়ন আওয়ামীলীগ ও অঙ্গসংগঠনের ৬ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল বৃহস্পতিবার (২৮ নভেম্বর) সকাল থেকে আজ শুক্রবার (২৯ নভেম্বর) ভোর পর্যন্ত উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেপ্তাররা হলেন-কুমারি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক (৫৫), জামজামি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক রইচ উদ্দীন মোল্লা (৬০), বেলগাছি ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক (৪০), বেলগাছি ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন (৪২), বাড়াদি ইউনিয়ন যুবলীগের যুগ্ন-সাধারণ সম্পাদক জিয়াউল হক (৪২) ও চিৎলা ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আলমঙ্গীর হোসেন (৪০)।

আলমডাঙ্গা থানার ওসি মাসুদুর রহমান বলেন, ২০২৩ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি বিএনপির কেন্দ্রীয় ঘোষিত ইউনিয়ন বিএনপির পদযাত্রার কর্মসুচি থাকায় মহাসিন আলীসহ ৩০/৪০ জন বিএনপি নেতাকর্মীদের পদযাত্রায় অংশ গ্রহণের জন্য যাচ্ছিলেন। ওই দিন তারা খাদিমপুর ইউনিয়নের পাঁচকমলাপুর গ্রামের হায়দার মোড়ে পৌঁছালে আওয়ামীলীগের উশৃংখল নেতা-কর্মীরা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে পরিকল্পিতভাবে বিএনপি নেতাকর্মীদের উপর হামলা, মারপিট ও ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। এছাড়া ৫ টি মোটরসাইকেল কেড়ে নেওয়া হয়।

ওসি আরও জানান, ওই ঘটনায় উপজেলার লক্ষীপুর গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে মহাসীন আলী বাদী হয়ে ৯ নভেম্বর রাতে ৪২ জনের নাম উল্লেখসহ আরও ৫০/৬০ জন অজ্ঞাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। ওই মামলায় তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়।

আলমডাঙ্গায় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে হামলার মামলায় আওয়ামীলীগের তিন কর্মী গ্রেপ্তার

৪ আগস্ট আলমডাঙ্গায় ছাত্র-জনতার উপর হামলার মামলায় আওয়ামীলীগের তিন কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার রাতে আলমডাঙ্গা থানাপুলিশ অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন- উপজেলার জেহালা ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবকলীগের সভাপতি রহিদুল ইসলাম (৪৮), সাবেক ইউনিয়ন আওয়ামীলীগ নেতা ডা: জাহান আলী ও কালিদাসপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগ নেতা কাজল আলী (৩২)। তারা সকলে ৪ আগস্টে হামলার ঘটনায় দায়েরকৃত মামলার অজ্ঞাত নামা আসামী।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গায় গত ৪ আগস্ট ছাত্র-জনতার উপর হামলা চালায় আওয়ামীলীগ ও তাঁর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা। ওই ঘটনায় (১৬ আগস্ট)

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থী ওবাইদুল্লাহ বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় আওয়ামীলীগের অঙ্গসংগঠনের ৪৭ জন নেতাকর্মীর নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত আরও ৬০/৭০ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। ওই মামলায় অজ্ঞাত নামা আসামী হিসেবে তাদের গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

আলমডাঙ্গা থানার (ওসি) শেখ গণি মিয়া জানান, ৪ আগস্টে ছাত্র-জনতার উপর হামলার ঘটনায় দায়েরকৃত মামলাটি তদন্ত চলছে। তদন্তে ওই ঘটনার সাথে জড়িত থাকার সত্যতা পাওয়ায় তাদের আটক করা হয়। পরে ওই মামলায় তাদের জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

গাংনীতে দেশীয় অস্ত্র ও গুলিসহ আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের ২ নেতা আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে গুলি ও বিপুল পরিমান দেশীয় অস্ত্রসহ আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের দুই নেতাকে আটক করেছে যৌথ বাহিনি। আজ শনিবার ভোররাতে যৌথ বাহিনির একটি টিম গাংনী উপজেলার চরগোয়াল গ্রামে এ অভিযান পরিচালনা করেন।

আটকরা হলেন, গাংনী উপজেলার চরগোয়াল গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে ইউনিয়ন যুবলীগের নেতা রাজন আলী (২৯) ও একই গ্রামের মৃত হায়দার আলীর ছেলে আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা রাকিবুল ইসলাম (৩৫)। এদের কাছ থেকে ৮ রাউন্ড গুলি, দেশীয় ২৭টি অস্ত্রর মধ্যে ১৬টি ছোট বড় হাসুয়া, একটি কুড়াল, ১টি চাপাতি, ১টি দা, ছুরি ৩ টি, রড ৪ টি ও আঁকড়া ১ টি।

মেহেরপুর সেনা ক্যাম্পের অধিনায়ক লে: কর্ণেল নাবিল আহমেদের নেতৃত্বে যৌথবাহিনির একটি টিম গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে চরগোয়ালগ্রামের নদীর ধারে অভিযান চালিয়ে রাকিবুল ইসলাম ও রাজনকে আটক করেন। পরে তাদের স্বীকারোক্তিতে একই গ্রামের সবকুল আলীর জামাইয়ের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ৮টি রাউন্ড গুলি ও ২৭ টি দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। যৌথবাহিনির অভিযান টের পেয়ে বাড়ির মালিক

লাবলু পালিয়ে যায়।

গাংনী থানা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, যুবলীগ নেতা রাজন ও রাকিবুল ইসলামের বিরুদ্ধে এলাকায় চুরি ডাকাতিসহ সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের অভিযোগ রয়েছে। তারা একাধিকবার পুলিশের হাতে আটক হয়েছেন। দুজনেই একাধিকবার জেল খেটেছে।
মেহেরপুর সেনা ক্যাম্পের অধিনায়ক লে: কর্ণেল নাবিল আহমেদ এই তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, আটকদের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় মামলা দিয়ে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনী থানার তদন্ত অফিসার মনোজ কুমার নন্দী জানান, এই ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। দুপুরে আসামিদের আদালতে পাঠানো হবে।

ফরহাদ হোসেনের রাজনীতি ছিল প্রশাসন ও পুলিশ নির্ভর!

৫ আগস্ট সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও দেশ ছেড়ে যাবার পর থেকে হদিস নেই সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ও তার পরিবারের সদস্যদের। অনেকেই ধারনা করেন তিনি সীমান্ত ফাঁকি দিয়ে ভারত পালিয়েছেন। তবে প্রথম দিকে গুঞ্জন উঠেছিলো কানাডায় পালিয়েছেন। তবে তিনি কোথায় কেউ জানেন না। সরকার পতনের দিনই বিক্ষুব্ধ জনতা তার মেহেরপুরের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। ফরহাদ হোসেন ও তার পরিবার জেলার একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠেছিলেন। নিজ দলের দুর্দিনের রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের কোনঠাসা করে, চাটুকার, দুর্নীতিবাজ, পরিবার ও আত্মীয়স্বজন নিয়ে তিনি জেলার আওয়ামী রাজনীতি, বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের টেন্ডার, পন্য সরবরাহ ব্যবস্থা, সরকারি অফিসসমূহের নিয়োগ, বদলি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার একক কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। জেলার শিল্প, সাহিত্য, ক্রীড়া, সংস্কৃতি অঙ্গনেও থাবা বসান।

জেলা শিল্পকলা একাডেমি, পাবলিক লাইব্রেরি, ক্রীড়া সংস্থা, ডায়াবেটিস হাসপাতালসহ, প্রেসক্লাব সর্বত্র তিনি নিজের অযোগ্য

লোকদের বসিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রায় ধ্বংসের পথে নিয়ে যান। তার এসব অপকর্মের সহায়ক ছিলেন জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারগণ। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে তার বিরোধী বলয়ের কিংবা ভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের স্বাভাবিক প্রবেশাধিকার ছিলনা। রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে দাওয়াত দিতেও বারণ করা হতো। তিন খলিফার সাথে পরামর্শক্রমে প্রশাসন চালাতেন সাবেক ডিসি আতাউল গণি, ড. মনসুর আলম খান ও বর্তমান ডিসি শামীম হাসান। পিপি পল্লব ভট্টাচার্য, প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক ও জেলা আওয়ামীলীগ যুগ্ম সম্পাদক ইব্রাহিম শাহীনদের নিয়ে ডিসির ছাদের গোলঘরে নিয়মিত অফিস শেষে সভা বসত। গত নির্বাচনের আগ মুহুর্তে অবশ্য হাসানুজ্জামান মালেকের সাথে মন্ত্রীর দুরত্ব বাড়ে, তাই এক খলিফা বাদ নতুন খলিফা শ্বাশ্বত নিপ্পনের আবির্ভাব হয়। এখান থেকে নানা পরিকল্পনা হত। ব্যতিক্রম ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম। তিনি পূর্বসূরিদের অনুসরণ না করে ডিসি অফিসকে দল, মত নির্বিশেষে সবার জন্য উন্মুক্ত করেন। ঝিমিয়ে পড়া শিল্পকলা, ক্রীড়া সংস্থা ও পাবলিক লাইব্রেরি পুনর্গঠন ও উপযুক্ত লোক দিয়ে গতিশীল করার পরিকল্পনা করেন।যুগ যুগ ধরে শহরের ভেতর গড়ে ওঠা অবৈধ ট্রাক-বাস স্ট্যান্ড পৌর টার্মিনালে স্থানান্তরসহ নানাবিধ জনবান্ধব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেন। https://youtu.be/_xScWUFlbRc?si=mwQgzbq2fRUe_ZCj

মন্ত্রীর রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত না হয়ে প্রশাসনকে তিনি জনবান্ধব ও গণমুখী প্রশাসনে পরিনত করার নানা উদ্যোগ নেন। কিন্তু এসমস্ত জনবান্ধব উদ্যোগ মন্ত্রী ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের রুষ্ট করে। যার ফলে মাত্র ৩ মাসের মাথায় নির্বাচনের আগেই তাকে প্রত্যাহার করে নেন। তার আগেও আরেকজন জেলা প্রশাসক ছিলেন আনোয়ার হোসেন। তিনিও মন্ত্রীর আস্থাভাজন না হওয়াতে মাত্র চার মাসে মেহেরপুর থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। তার আগে শফিকুল ইসলাম নামের আরেক জেলা প্রশাসককেও বছর খানেকের মধ্যে বদলি করেন ফরহাদ হোসেন।

জেলার যেকোন কর্মকর্তা নির্বিবাধে মন্ত্রী ও তার পরিবারের আদেশ নির্দেশ পালন করতেন। কেউ অন্যথা করলে তার শাস্তি ছিল অবধারিত। ফরহাদ হোসেনের রাজনীতি ছিল মুলত প্রশাসন ও পুলিশ নির্ভর।

২০১৪ সালের পূর্বে এলাকার সাথে তার কোন যোগাযোগ ছিলনা। ছিলনা রাজনৈতিক কোন পদ পদবী। এলাকায় কোন পরিচিতিও ছিলনা। হঠাৎ করেই আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়ে বিনাভোটের নির্বাচনে হয়ে যান এমপি। ২০১৮ সালে কথিত রাতের ভোটের নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে জনপ্রশাসন

প্রতিমন্ত্রী হন। ছাত্রজীবনে তার বিভাগের সিনিয়র তৎকালীন ডিসি ড. আতাউল গণির উপর ভর করে রাতের ভোট নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করেন। প্রশাসনকে চরম দলীয়করণ তার সময়েই শুরু হয়। সর্বশেষ বিরোধীদলবিহিন একপেশে নির্বাচনেও তার পছন্দের ডিসি শামীম হাসান ও এসপি রাফিউল আলমের উপর ভর করে নির্বাচনী মাঠ সাজান। তবে, প্রতিদ্বন্ধী প্রার্থীর অভিযোগে নির্বাচনের আগে এসপি প্রত্যাহার হলেও থেকে যান ডিসি। তার উপর ভর করে কারচুপির নির্বাচন করে বিজয়ী হন। তবে তার পছন্দেও ডিসি শামীম হাসান এখনও মেহেরপুরের ডিসি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, পুলিশ সুপার এস এম নাজমুলকে ইতোমধ্যে বদলি করা হয়েছে। তবে নতুন এসপি পদায়ন হয়নি।

জেলার জনপ্রতিনিধিদের সাথে ফরহাদ হোসেনের বিরোধ ছিল। আওয়ামী লীগের বিরোধ নিয়ে কোন সাংবাদিক পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ করলে তাকে বিরোধী দলের ট্যাগ দিয়ে তার সাঙ্গ পাঙ্গদের দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করতো। তার বিরোধের জের বিশেষত গাংনী আসনের এমপি শহীদুজ্জামান খোকন, সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ইয়ারুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম, সদর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন ও কয়েকজন ইউপি চেয়ারম্যানের কার্যক্রমে তার অযাচিত হস্তক্ষেপের কারনে দ্বন্ধ বিরোধের সৃষ্টি হয় ও জেলার সার্বিক উন্নয়ন ব্যহত হয়। প্রশাসন ও পুলিশ নিরপেক্ষ হওয়ার প্রেক্ষিতে জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন এবং তার পরিবার ও আত্মীয়কেন্দ্রিক রাজনীতি কোথাও দেখা যাচ্ছেনা।
সাবেক মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, ঘুষ বাণিজ্য, নিয়োগ বাণিজ্য, অনলাইন জুয়ার পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে ধারাবাহিকভাবে মেহেরপুর প্রতিদিন সংবাদ প্রকাশ করবে। মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধান শেষ পর্যায়ে। চোখ রাখুন মেহেরপুর প্রতিদিনে।